ন্যায়মতে ব্যাপ্তিগ্রাহক ঃ একটি দার্শনিক সমীক্ষা

অয়নিকা চট্টোপাধ্যায়

অতিথি অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, উলুবেড়িয়া কলেজ

ন্যায়মতে যথার্থজ্ঞান মাত্রই প্রমা পদবাচ্য। এই প্রমার করণ হল প্রমাণ। ন্যায়মতে প্রমা যেহেতু চার প্রকার তদনুসারে প্রমার করণ বা প্রমাণও চতুর্বিধ। এই চারপ্রকার প্রমা বা প্রমিতি হল যথাক্রমে প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি ও শাব্দ এবং চতুর্বিধ প্রমাণগুলি হল প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ। ন্যায়মতে দ্বিতীয় প্রমাণ হল অনুমান এবং এই অনুমান প্রসঙ্গেই ব্যাপ্তি ও ব্যাপ্তিগ্রাহকের আলোচনা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী।

যে কোনো বস্তুকে জানার জন্য প্রমাণের সাহায্য প্রয়োজন। যেমন ঘটকে জানার জন্য কখনও ইন্দ্রিয়ের বা প্রত্যক্ষের সাহায্য প্রয়োজন, তেমনি কখনও অনুমান বা অন্য প্রমাণের সাহায্য প্রয়োজন। এখন কোনো বস্তুকে অনুমানের দ্বারা জানতে হলে ব্যাপ্তি বা সহচর নিয়মের জ্ঞান আবশ্যক নচেৎ যথাযথভাবে অনুমান সম্ভব নয়। ব্যাপ্তির লক্ষণ প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট বলেছেন - যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তি।[১] আচার্য বিশ্বনাথ তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে ব্যাপ্তির যে লক্ষণ প্রদান করেছেন তা হল - ব্যাপ্তি ঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ।[২] অর্থাৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন অধিকরণে হেতুর বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি। পর্বতঃ বহ্নিমান ধূমাৎ - এই অনুমানস্থলে ধূমের (হেতু) সাথে বহ্নির (সাধ্য) ব্যাপ্তি সম্বন্ধে বর্তমান জানলে আমরা ধূম থেকে বহ্নির যথার্থ অনুমান করতে পারি। যেহেতু ব্যাপ্তি ঘট বা পটের ন্যায় কোনো বস্তু নয়, এমতাবস্থায় প্রশ্ন উঠবে ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে বা এই সহচার নিয়মকে কীভাবে জানব। অর্থাৎ সকল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) ধূমের সাথে সকল (অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত) বহ্নির সম্পর্ককে কীভাবে জানব? বলাই বাহুল্য যে যদি উক্ত সম্বন্ধটিকে জানতে না পারি তাহলে একটি ধূমের প্রত্যক্ষ থেকে বহ্নি যে পর্বতে আছে সে ব্যাপারে অনুমানের নিশ্চয়তা থাকে না। সুতরাং ধূম ও বহ্নির সহচারের নিয়ম বা ব্যাপ্তির জ্ঞান তথা ব্যাপ্তিগ্রহ[৩] আবশ্যক তদনুসারে ব্যাপ্তিগ্রাহকের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ।

আমরা জানি যে, যে কোনো জ্ঞানের জন্য ন্যায়মতে চারটি প্রমাণ স্বীকৃত অতএব ব্যাপ্তির গ্রহের জন্যও চারটি প্রমাণের একটি বা একাধিক প্রমাণ প্রয়োজন হবে। তদনুসারে ব্যাপ্তির গ্রাহক প্রমাণ কোনটি হবে তা নির্দিষ্ট হবে। ফলত ব্যাপ্তিগ্রাহকের আলোচনাও প্রাসঙ্গিক হয়।

চারটি প্রমাণের কোনোটিই স্বতন্ত্রভাবে ব্যাপ্তির গ্রাহক হতে পারে না। প্রত্যক্ষ সম্ভব নয় কারণ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল ধূমের সাথে সকল বহ্নির সম্বন্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা জানা সম্ভব নয় এবং অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারাও সম্ভব নয় যেহেতু অলৌকিক প্রত্যক্ষ সর্বজনস্বীকৃত নয়।

আবার উক্ত সম্বন্ধের জ্ঞান অনুমান দ্বারাও জানা যায় না যেহেতু সেইস্থলে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ দুর্নিবার হয়, কারণ, অনুমান ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের জন্য পুনরায় অনুমানের অবতারণা করা অন্যোন্যাশ্রয় দোষেরই নামান্তর। ব্যাপ্তিজ্ঞানকে উপমান প্রমাণ দ্বারাও জানা যাবে না কারণ উপমান সাদৃশ্যজ্ঞানভিত্তিক অর্থাৎ উপমান দ্বরা পদ ও পদার্থের সম্বন্ধের জ্ঞান হয় এবং শব্দ প্রমাণের দ্বারা সবর্দা ব্যাপ্তিজ্ঞান হবে তা অবাস্তব। তাহলে প্রশ্ন হবে কোন প্রমাণ ব্যাপ্তির গ্রাহক হবে।

নৈয়ায়িকেরা বলেন ধূম ও বহ্নির সহচার দর্শন প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষের দ্বারাই সম্ভব কিন্তু সেই প্রত্যক্ষ বিশেষভাবে কার্যকরী তথা ব্যাপ্তির গ্রাহক হয়ে থাকে। এই বিষয়টিতে এখন আমরা প্রবৃত্ত হব।

ন্যায়মতে ভূয়োসহচারের দর্শন বা পুনঃ পুনঃ ধূম ও বহ্নি একত্রজ্ঞান হলে তাদের মধ্যবর্তী ব্যাপ্তিজ্ঞান হয়ে থাকে। তবে নৈয়ায়িকেরা বলে থাকেন ভূয়োসহচারের দর্শন হলে অত্যন্ত উপাদেয় কিন্তু সকৃত অর্থাৎ মাত্র একটিস্থলে ধূম ও বহ্নির অন্বয় সহচার প্রত্যক্ষ দ্বারাও ব্যাপ্তির যথার্থজ্ঞান সম্ভব, কিন্তু উল্লেখ্য যে ধূম ও বহ্নির ব্যতিরেক সহচারের অর্থাৎ যদি বহ্নি না থাকে তাহলে ধূমও থাকবে না – এমন দৃষ্টান্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক। অর্থাৎ ব্যভিচার দৃষ্টান্তের সম্ভাবনা যেন না থাকে। ব্যভিচার দৃষ্টান্তের অর্থ হল বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত। সুতরাং সহকৃত দর্শন বা ভূয়োদর্শনের দ্বারা ধূম ও বহ্নির সম্পর্কের বা ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে জানতে পারি।

এখন প্রশ্ন হল ধূম ও বহ্নির সহচারগ্রহের ক্ষেত্রে কীভাবে নিশ্চিত হব ব্যভিচার দৃষ্টান্ত আছে কিনা। কেননা ব্যাপ্তিসম্বন্ধের ওপর ভিত্তি করেই আমরা ধূম থেকে বহ্নির অনুমান করে থাকি। অর্থাৎ আমরা জানি যে যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি, যেমন - পাকশালা, চত্বর, গোষ্ঠ ইত্যাদি। এখানে কেউ পূর্বপক্ষী হিসাবে বলতে পারেন ধূম থাকলেই যে বহ্নি থাকবে এমন নাও হতে পারে। যেমন যদি আর্দ্রইন্ধন সংযোগ বর্তমান থাকে, সেখানে ধূম থাকলেও বহ্নি অনুপস্থিত থাকে। অতএব এই দৃষ্টান্তটি ব্যাভিচার দৃষ্টান্ত। সুতরাং এক্ষেত্রে ব্যভিচারের আশঙ্কা স্বাভাবিক। ব্যভিচারের আশঙ্কাও করতে গেলে বলতে হবে সকল ধূমের সাথে সকল বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ আছে তা বলা যায় না। কিন্তু সকল ধূম-বহ্নির সহচার বা ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে সংশয় করতে গেলেও তো সকল ধূম-বহ্নিকে জানতে হবে। যে কোনো লৌককসন্নিকর্ষ দ্বারা সকল ধূম-বহ্নির সম্বন্ধ অনুধাবন করা সম্ভব নয়। ফলত পূর্বপক্ষীকে ব্যভিচারের আশঙ্কা উত্থাপন করতে হলে ন্যায়সম্প্রদায় স্বীকৃত অলৌকিক সন্নিকর্ষ (সামান্যলক্ষণ সন্নিকর্ষ) স্বীকার করতে হবে, তদনুসারে এই সামান্য লক্ষণ সন্নিকর্ষ ব্যাপ্তিগ্রাহকেরই অঙ্গরূপে বিবেচিত হল।

এখন ব্যাপ্তির যথাযথ জ্ঞানের জন্য ব্যভিচারের আশঙ্কা নিরাস করতে হবে, কারণ ব্যভিচারদৃষ্টান্ত থাকলে ধূম-বহ্নির সম্বন্ধ-কে নিশ্চিত করা যাবে না। সুতরাং প্রশ্ন হল ব্যভিচারের নিরসন কিভাবে ঘটবে। লক্ষণীয় বিষয় হল ধূম আছে অথচ বহ্নি নেই বলে যে ব্যভিচার দৃষ্টান্ত দেখেছি তার কারণ হল আর্দ্রইন্ধন, অর্থাৎ আর্দ্রইন্ধন থাকলে বহ্নি স্পষ্ট হয় না ফলত মাত্র ধূমকেই দেখা যায়। এই আর্দ্রইন্ধনেরই পারিভাষিক নাম হল উপাধি। উপ-সমীপবর্তিনি আদধাতি স্বীয়ং ধর্মম্

ইতি উপাধিঃ।[৫] জবাকুসুম স্বনিকটবর্তী স্ফটিকে স্বধর্ম লৌহিত্যের আধান করে বলে জবাকুসুমটি উপাধি। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা অনুমানের হেতুতে ব্যভিচারের অনুমাপককে উপাধি বলেছেন। তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট-এর মতে, সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বম্।[৬] যা সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের অব্যাপক, তা-ই উপাধি। সাধ্যব্যাপক ও সাধনাব্যাপক কথার অর্থ হল যথাক্রমে সাধ্যসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বম্ এবং সাধনবন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বম্। পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ- এই অনুমিতিস্থলে যত্র যত্র ধূম বর্তমান তত্র তত্র আর্দ্রেন্দ্রনসংযোগ থাকে। এই কারণে আর্দ্রেন্ধনসংযোগ ধূমাধিকরণনিষ্ঠাত্যন্তাভবের প্রতিযোগী না হয়ে অপ্রতিযোগীই হয়, সুতরাং আর্দ্রেন্ধনসংযোগ সাধ্যব্যাপক। আর্দ্রেন্ধনসংযোগ আবার বহ্নিমত্ত্ব হেতুর অব্যাপকও হয়, কারণ বহ্নির অধিকরণ অয়োগোলকে বিদ্যামান অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী হয় আর্দ্রেন্ধন-সংযোগরূপ উপাধি। এই কারণে আর্দ্রইন্ধনরূপ উপাধির বিদ্যামানতাবশতঃ বহ্নির অনুপস্থিতিতে ধূম দেখা যাবে। নতুবা বহ্নির অনুপস্থিতিতে বহ্নির উপস্থিতি সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন থেকেই যায়, যখন ধূমের সাথে বহ্নির সহকৃত দর্শন বা ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তিকে জানবো, তখন আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে সেখানে কোনো উপাধি আছে কি না। যদি এই উপাধির নিরসন না করা হয় তাহলে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ নিশ্চিত হবে না এবং তদনুসারে তার জ্ঞানও যথার্থ ও নিশ্চিত হবে না। নৈয়ায়িকগণ বলেন যদি উপাধি নিশ্চিত হয় তাহলে তা প্রত্যক্ষের দ্বারাই দূরীভূত করা সম্ভব, অর্থাৎ যদি সন্মুখস্থ ধূম-বহ্নির সম্বন্ধকে সংশয় করি তাহলে প্রত্যক্ষের দ্বারাই বুঝতে পারি আর্দ্রইন্ধন আছে কি না। কিন্তু যদি উপাধি অপ্রত্যক্ষ হয় তাহলে সেই উপাধির আশঙ্কাকে কীভাবে দূর করা যাবে সেটিই প্রশ্ন। নৈয়ায়িকগণ বলেন ওই অপ্রত্যক্ষাত্মক সন্দিগ্ধ উপাধি তর্ক প্রয়োগের দ্বারা নিরসন করা যেতে পারে।

তর্ক বলতে বোঝায় আরোপ। অর্থাৎ যদি ধূম-বহ্নির প্রসঙ্গে উপাধি বিদ্যামান কি না এই নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি তাহলে আমরা এইভাবে তর্ক প্রয়োগ করব, ধূম যদি বহ্নির জ্ঞাপক হেতু না হয় তাহলে এমন বলা অসঙ্গত হবে বহ্নি ধূমের জনক। সহজ কথা হল এই যে, বহ্নি থেকে ধূমের উৎপত্তি হয় সেহেতু বহ্নি হল ধূমের জনকরূপ কারণ। সুতরাং ধূমরূপ কার্য থেকে বহ্নিরূপ কারণের অনুমান করে থাকি। অর্থাৎ কার্য থেকে কারণের অনুমান করা হয়ে থাকে। এই ধূম-বহ্নির সম্বন্ধকে যদি কেউ অস্বীকার করেন তাহলে সেই ব্যক্তিকে একথাও স্বীকার করতে হবে ধূম বহ্নির কারণ নয়। ফলত ধূম-বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধকে অস্বীকার করলে বা সংশয় করলে বহ্নির সঙ্গে ধূমের কার্যকরণ সম্পর্ককে অস্বীকার করতে হয়, যা কখনোই সম্ভব নয়। অতএব উপরোক্ত তর্ক প্রয়োগের দ্বারা অপ্রত্যক্ষাত্মক শঙ্কিত উপাধির নিরসন সম্ভব নয়। ফলত ব্যভিচারের আশঙ্কা একেবারেই নির্মূল হয়ে যায় এবং ব্যভিচারমূলক জ্ঞানেরও প্রসঙ্গ থাকে না। অর্থাৎ ব্যভিচারের জ্ঞানের বিরহ বা অভাব থাকে।

এই ব্যভিচারজ্ঞান অভাবযুক্ত ধূম-বহ্নির যে সহচারজ্ঞান, সেই সহচারের জ্ঞানই ব্যাপ্তিগ্রাহক রূপে স্বীকৃত হবে। অর্থাৎ ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতসহচারদর্শন হল ব্যাপ্তিগ্রহোপায়। পরিশেষে বলা যেতে পারে, ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতসহচারদর্শন ব্যাপ্তিগ্রাহকের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাধান্য পেলেও ব্যাপ্তিজ্ঞান লাভের উপায় বা ব্যাপ্তিগ্রাহক

হিসাবে অন্বয়সহচার, ব্যতিরেকসহচর, উপাধিনিরাস, তর্ক, সমান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ সবই একাধারে প্রাসঙ্গিক এবং অপরিহার্য। এইভাবে বুঝলে ন্যায়মতে ব্যাপ্তিগ্রাহকের স্বরূপটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে থাকে।

গ্রন্থপঞ্জি

১) অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহঃ (সটীকঃ), শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (অধ্যাপনাসহিতঃ),সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৪৩১।

২) Annambhatta, Tarksasamgrha Dipika on Tarkasamgraha, Gopinath Bhattacharyya (trans.) Progressive Publishers, Kolkata.1994.

৩) বিশ্বনাথ, ভাষা-পরিচ্ছেদঃ ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী ব্যাখ্যা, ন্যায়সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী টীকা-সহিতঃ, শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য (বিবৃতোহনূদত এবং সম্পাদিত), সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ।

৪) গঙ্গেশোপাধ্যায়, ব্যাপ্তিপঞ্চকম্, শ্রী গঙ্গাধর কর (বিবৃতো হনূদিত এবং সম্পাদিত), সেন্টার অফ অ্যাডভ্যান্স স্টাডি ইন ফিলসফি এবং মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৫।